সমাজকর্মীদের জন্য 'পরাণ' একটি পাঠশালা

সৈয়দ মামুনূর রশীদ

রাজনীতি তিনি করেন না। কোথায় অসহায় নারী হাজার বছরের নির্যাতনের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়, কোথায় অনাদৃত ঘাসফুলরূপী জম্ম নেয়া শিশু বই ফেলে মোটর গ্যারেজে কিংবা টোকাই হিসেবে ঝরে যায় এসব খবর তার নখদর্পনে। সমাজ সেবা তার নেশা। নেশা ছাড়া যেমন মানুষ মাতম করে তেমনি তিনি পরোপকার, বস্তিবাসীদের খোঁজ নেয়া ছাড়া সুস্থ জীবন যাপন করতে পারেন না। হরেকরকম ইংরেজী শব্দের নাম করা জটিল রোগ-ব্যধি তার শরীরে বাসা বেঁধেছে। যে রোগের নাম শুনে মানুষের পিলে চমকে যায় তিনি নিজ দেহে লালিত দুরারোগ্য

ডঃ ইউনুস (গ্রামীণ ব্যাংক) এবং ডঃ সালাহ উদ্দিনের (গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক) মাঝে পরণ রহমান

ব্যাধির কথা শুনে ঠাট্টা করে বলেন ইংরেজী শব্দের সুন্দর সুন্দর নাম শুনতে ভাল লাগেরে.., যদিও রোগের নাম। নামেরতো আর দোষ নেই। অফুরন্ত জীবনী শক্তি তার। শত ব্যস্ততা, শত বিঘ্নতা এবং ভয়ংকর বিপদ সংকুল দিনেও তিনি ভয় পান না, বরং রসিকতা করে সকলকে হাশি-খুশি রাখার চেষ্ঠা করেন। শারিরীক, সামাজিক প্রতিবন্ধকতার শেষ নেই তবুও তিনি ছুটে বেড়ান গ্রাম-গ্রামান্তর, দেশে-দেশান্তর, বিচিত্র জনপথ-জনমনের পাশে পাশে। কথায় কথায় ছন্দ মিলিে ক্যান্সার রোগী পরাণ রহমান এখন অস্তগামী সুর্যের পথে। চোখে মারাত্মক অপারেশান। ডাক্তার আর সন্তানেরা মিলে কঠিন নিষেধ তুলে দেন- ঘরের বাইরে যাওয়া যাবে না, রাত অবধি পড়া যাবে না। সমাজ সেবায় নেশাতুর পরাণ রহমান ছেলে-মেয়েদের স্নেহাশাসন বুঝে আর হাসে। কিন্তু কিছু বলেন না। কারণ তিনি গভীরভাবে বুঝেন যে ব্যাধি তিনি অন্তরে লালন করে আসছেন শৈশব থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে যৌবনে তা তিনি কিভাবে ছুড়ে ফেলবেন। বিয়ের পরে তিনি স্বামীর দেয়া দৈনন্দিন পকেট খরচ জমিয়ে রাখতেন। ব্যয়বহুল আসবাব কিংবা ফ্যাশান দ্রব্য কেনার জন্য নয়। হয়তো তিনি ভেবে রাখতেন কুলসুম এর সেলাই মেশিন দরকার অথবা রাধার সংসারে বড় ছেলেটার টিউমার অপারেশন দরকার। তিনি জমিয়ে রাখা টাকা ছুড়ে ফেলতেন দুস্থ নারীর সুখ কেনার বিনিময়ে। ব্যক্তি পর্যায়ে টুকটাক সমাজসেবায় তার মন ভরে না। যুদ্ধোত্তর স্বদেশ। চারদিকে চিল-কাওয়া কামড়া-কামড়ি। দুমুটো ভাতের আশায় দিন-রাত বসে থাকে অভুক্ত নর-নারীর দল। হাড্ডিসার নারীদের কোলে উজ্জল চোখের তৃণদেহী সন্তান গুলো দেখে তিনি মর্মে মরে যান। নিজের পোষাক-আষাক দেখে লজ্জিত হন, নিজেকে অপরাধী মনে হয় তার। তিনি ভাবলেন আর হাত

পাতলেন স্বামী, পারিবারিক আত্মীয়-স্বজন এবং সকল বন্ধু-বান্ধবদের কাছে। ধর্মের ঢোল, সকলের সহযোগিতায় বিশেষ করে তার প্রয়াত স্বামী মরহুম লুৎফর রহমানের সর্বাংশ সহযোগিতায় তিনি বীজ রোপণ করেন "ঘাসফুল" নামের একটা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।

দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে দেখা না গেলেও ঘাসফুল এর সমাজ উন্নয়ন এবং নানামূখী জনকল্যাণমুলক কাজের বদৌলতে চট্টগ্রামের সর্বস্তরের জনগণের কাছে তিনি "পরাণ আপা" নামেই সর্বাধিক পরিচিতি লাভ করেন। সমাজসেবা এবং নারী উন্নয়নের মহান ব্রত নিয়ে তিনি স্বাধীনতাত্তোর যুদ্ধ বিধস্থ দেশে চট্টগ্রামের প্রথম রেজিস্টার্ড এনজিও "ঘাসফুল" প্রতিষ্ঠা করেন। সৌরভ নেই, আকারের বাহুল্যতা নেই, শোভা বর্ধনের নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্র নেই, তবুও ফুল। ঘাসফুল। ফুলের জগতে নাম লিখিয়েও তার কদর কই! অনাদর আর অবহেলায় দলিত-মথিত হওয়াটাই ঘাসফুল এর নিয়তি, স্বাভাবিক এবং নিত্য-নৈমত্তিক ঘটনা প্রবাহ। পরাণ রহমান এই ছোট্ট ফুলটির অন্তরের ব্যথা বুঝতে পারলেন। তিনি সাদৃশ্য খুঁজে পেলেন হাড্ডিসার মায়ের কোলে নোংরা তৃণদেহী শিশুটির চোখে। তাইতো মিসেস রহমান বড় আদর আর বড় যত্ন করে সদ্য গঠিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটির নাম রাখলেন "ঘাসফুল"। সীমাহীন স্বপ্ন, দুর্জেয় প্রচেষ্টা আর ভালবাসায় তিনি উন্নয়ন যাত্রার পথিক হলেন। ঘাসফুল তো নয় যেন তার পেটের সন্তান। সন্তান রূপী ঘাসফুল আজ তিল তিল করে পত্র-পল্লবে ভরপুর। চোখ ধাধাঁনো সবুজ আর কমনীয়তায় তপ্ত দ্রাহেও মন শীতল করে। আজ সংস্থার ছায়াতলে প্রায় দুইশতাধিক কর্মী খুঁজে পেয়েছে তাদের কর্ম-ঠিকানা। স্বাবলম্বী হয়েছেন নাম না জানা অনেক নারী আর সংসার। এপর্যন্ত ঘাসফুল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রায় লক্ষাধিক উপকারভোগীদের দরজায় তার সেবা পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। তিনি মনে করেন একটি তৃণমূল শিশুর জীবন বাঁচানো মানে একটি মসজিদ নির্মাণ। নিখাদ সমাজকর্মী পরাণ রহমান মনে করেন তিনি একজন খাদেম মাত্র। ব্যক্তিগত জীবনে নির্লোভ, বিলাসিতা ত্যাগী, সজ্জন, "কঠিন সাধনাই সাফল্যের একমাত্র পথ" এই স্লোগানে বিশ্বাসী গুনী মহিলাটি জন্ম গ্রহণ করেন চট্টগ্রামের বাটালী রোডস্থ তৎকালীন মাতামহের নিবাস **"মায়া কুটিরে"**। সালটি ছিল ১৯৪০, ১লা জুন। কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার জগনাথ দিঘী ইউনিয়নের সোনাপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবারের সন্তান তিনি। পিতা মরহুম আমির হোসেন মজুমদার ছিলেন তৎকালীন ঋণ শালিশী বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সম্মানী জুরি বোর্ডের সদস্য। 'মা' মরহুমা সাজেদা খাতুনও ছিলেন সংস্কারমুক্ত, বিদ্যানুরাগী, অনগ্রসর নারী সমাজের উন্নয়নকামী, পরোপকারী এক বিদুষী মহিলা। সুতরাং শামসুন্নাহার রহমান পরাণ পারিবারিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি শৈশবেই শিক্ষা পেয়েছিলেন অসহায় নির্যাতিত আর্তমানবতার সেবা করা মানে বিলাসিতা নয়, পরিচিতি কিংবা প্রতিপত্তি নয়, জনসেবা হলো সামাজিক দায়বদ্ধতা, জন্মের ঋণ শোধ। সমাজের অনগ্রসর নারী ও শিশুদের কল্যাণ এবং দেশ গঠনে কাজ করতে গিয়ে তিনি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে চষে বেড়িয়েছেন। অংশগ্রহণ করেছেন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং মহিলা ও শিশু উন্নয়ন বিষয়ক দেশ বিদেশে অনুষ্ঠিত জাতীয় আর্ন্তজাতিক সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাধর্মী কাজে। সমাজের নানা অনিয়ম দুর্ভোগ নির্যাতিত নারীদের কথা বলতে

গিয়ে কখনো কখনো তিনি হাতে তুলে নিয়েছেন কলম। দেশের জাতীয় এবং স্থানীয়ভাবে প্রকাশিত বিভিন্ন দৈনিকে লেখার পাশাপাশি তিনি রচনা করেছেন ছোট গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ। তার গল্প, প্রবন্ধ, সাক্ষাতকার কিংবা কবিতায় উপলব্দি করা যায় সমাজের নির্যাতিত নারী ও শিশুদের প্রতি গভীর মমত্ববোধ এবং উন্নয়নের আকুলতা। সমাজের উঁচুতলার বেগম সাহেবাদের সাথে যেমন তাঁর নিবিড় বন্ধুত্ব রয়েছে তেমনি রয়েছে বস্তি এলাকার লেদুনীর সাথে আন্তরিক সখ্যতা। তিনি বাল্য সখী লেদুনীদের কথা ভুলতে পারেন না।

পারিবারিক জীবনে তিনি পাঁচ সন্তান ও নাতি-নাতীনদের নিয়ে সময় কাটান। তার সুযোগ্য উত্তরসুরী আমেরিকা প্রবাসী প্রিয় নাতনী চিত্র শিল্পী, সফল গল্পকার জেরীনা মাহমুদকে নিয়ে তিনি গর্ববোধ করেন। তিনি আশা করেন, তার অসম্পুর্ণ স্বপ্নগুলোর সফল বাস্তবায়ন কিংবা সমাজে তিনি যে উন্নয়নের মশাল জ্বালাতে চেস্টা করেছিলেন ভবিষ্যতে প্রিয় নাতনী জেরিনা মাহমুদই সেই মশাল বহন করে নিয়ে যাবে কঠিন বন্ধুর পথের বুক চিরে আগামী প্রজন্মের কাছে। সক্ষম হবে তার প্রজ্জ্বলিত সেই আলোর মশালে আলোকিত করতে আমাদের চির দুঃখিনী এই দেশ ও সমাজকে। বর্তমানে ৬০ বছর বয়সী জনপ্রিয় চরিত্র "পরাণ আপা" ঘাসফুল এর চেয়ারম্যান হিসেবে সমাজসেবায় নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন। তিনি একলা চলো নীতি বিশ্বাস করেন না, তিনি বিশ্বাস করেন সম্বলিত অগ্রযাত্রা। বিভিন্ন সময়ে তিনি চেষ্টা করেছেন আমাদের সব ভাইবোনদের সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত করতে। বিশেষ করে তাঁর ইচ্ছে ছিলো আমি যেন চট্টগ্রাম লেডিস ক্লাবের ক্লাবের কল্যাণমুখী কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হই এবং সে উদ্দেশ্যে একবার আমাকে সঙ্গে করে ক্লাবে নিয়ে গেলেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন জটিলতার দরুণ তাঁর ইচ্ছেটা পূর্ণ হলো না। আজকের এই অনুষ্ঠানে বসে সে কথা মনে পড়ে যাওয়াতে আপন মনে দুঃখবোধ হতে লাগলো।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন থেকে ব্যবস্থাপনায় ডিপ্লোমা গ্রহণ। যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ে "পাবলিক হেলথ" বিষয়ে স্নাতকোত্তর (মাষ্টার্স) ডিগ্রি অর্জনের জন্য বৃত্তি লাভ করলেও তিনি ছোট ছোট সন্তান-সন্তদির কথা ভেবে উচ্চশিক্ষার বাসনা বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।
তিনি বই ও পত্রিকা পড়তে ভীষণ ভালবাসেন এবং অন্যান্য শখের কাজগুলোর মধ্যে বাগান করা, ছবি তোলা, দেশ ভ্রমণ করতে ভালবাসেন। কাজের প্রয়োজনে তিনি ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, থাইল্যান্ড, মালেশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, সুইডেন, হংকং, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়াসহ বিশ্বের উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। **স**মাজসেবা এবং নারী উন্নয়নে ভুমিকা রাখায় তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে একাধিক পুরস্কার লাভ করেন। **তাঁ**র কর্মবহুল জীবনে দেশ ভ্রমণের সাথে সাথে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপসহ বিভিন্ন সেমিনার সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করেন।

ব্যস্ততম জীবনের মোড়ে মোড়ে তিনি যে অবসরগুলো পেয়েছেন তিনি সেগুলো ব্যবহার করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। অবসরে তিনি ছোটগল্প, কবিতা, এবং পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন

চলমান ইস্যু নিয়ে লেখালেখি করেন। তাঁর লেখা অনেকগুলো প্রবন্ধ,গল্প, কবিতা এবং গ্রন্থ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

আত্মপ্রচারবিমুখী এই মহিলাটি সত্যিই এক বিচিত্র এবং বর্ণিল জীবন নিয়ে জীবনের সিঁড়ি পাড়ি দিয়েছেন যা নতুন প্রজন্মের কাছে শিক্ষণীয় হয়ে থাকতে পারে। আমরা মনে করি যারা সমাজসেবা কিংবা দেশ ও জাতির উন্নয়নে কাজ করতে আগ্রহী তাদের জন্য পরাণ রহমান একটি পাঠশালা হিসেবে কাজ করবে।

সৈয়দ মামুনুর রশীদ, পঃ মাদার বাড়ী, চট্টগ্রাম, ২০/০২/২০০৬